



50547 - রমযান মাসে তারাবীর নামায কখন শুরু হব; প্রথম রাত্রিতে নাকি দ্বিতীয় রাত্রিতে?

প্রশ্ন

আমরা কখন তারাবীর নামাযের কয়াম শুরু করব? রমযানের প্রথম রাত্রিতে (যে রাতে চাঁদ দেখা যায় কথিবা মাস পূর্ণ হয়); নাকি রমযান মাসের প্রথম দিনের এশার নামাযের পর?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রমযান মাসের প্রথম রাত্রির এশার নামাযের পর মুসলমানের জন্ম তারাবীর নামায পড়া শরয়ি বিধান। প্রথম রাত্রি হিল যে রাতে চাঁদ দেখা যায় কথিবা মুসলমানরো শাবান মাসের ত্রিশদিন পূর্ণ করে।

অনুরূপ বিধান রমযান মাসের শেষের ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ ঈদে চাঁদ দেখার মাধ্যমে কথিবা রমযান মাসের ত্রিশদিন পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে রমযান মাস শেষে হওয়া সাব্যস্ত হলে আর তারাবীর নামায পড়া হবে না।

এতে করে প্রতীয়মান হয় যে, তারাবীর নামায রমযানের দিনের বেলায় রোযা রাখার সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং মাস শুরু হওয়ার মাধ্যমে রাত থেকে শুরু করতে হয় এবং রমযানের শেষে রাতে শেষে হয়।

এমন কথা বলা উচিত হবে না যে, তারাবীর নামায সাধারণ নফল নামায; যে কোন রাত্রিতে যে কোন সমাবেশে আদায় করা যায়। কেননা তারাবীর নামায রমযানই উদ্দেশ্য। তারাবীর নামায আদায়কারী রমযান মাসে কয়ামুল লাইল পালনের সওয়াবের প্রত্যাশা করেন।

তারাবীর নামায জামাতের সাথে আদায় করার হুকুম অন্য নামায জামাতের সাথে আদায় করার মত নয়। রমযানের কয়ামুল লাইল ঘোষণা দিয়ে, উদ্বেদ্ব করে জামাতের সাথে আদায় করা যায়। পক্ষান্তরে, অন্য মাসে কয়ামুল লাইল এভাবে আদায় করা সুন্নতসম্মত হয়; তবে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছাড়া কথিবা উৎসাহ ও শিক্ষামূলক হলে হতে পারে। তাই কখনও কখনও এভাবে করা সুন্নত হতে পারে; সবসময় নয়।

শাইখ মুহাম্মদ আল-সালহে আল-উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

রমযান ছাড়া অন্য মাসে তারাবীর নামায পড়া বদিআত। তাই রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসে যদি লোকেরো কয়ামুল লাইল



জামাতরে সাথে আদায় করার জন্য মসজিদে একত্রিত হয় তাহলে সটো বদিআত হবে।

তবে রমযান ছাড়া অন্য সময়ে কটে তার নিজ বাসাতে কখনও কখনও জামাতরে সাথে নামায পড়তে কোন অসুবিধা নই।
যহেতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আমল আছে: একবার তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে নিয়ে নামায পড়ছেন।
একবার ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে নিয়ে নামায পড়ছেন। একবার হুযাইফা বনি ইয়ামানকে নিয়ে তাঁর বাসায় নামায পড়ছেন।
কিন্তু তিনি সটোকো রেগুলার সুন্নত হিসেবে গ্রহণ করেননি। এবং সটো মসজিদে করতনে না। [আল-শারহুল মুমতী (৪/৬০, ৬১)]

অতএব, যে ব্যক্তি রমযান মাস শুরু হওয়া সাব্যস্ত হওয়ার আগে তারাবীর নামায আদায় করেছে সে ঐ ব্যক্তির মত যিনি
অসময়ে নামায পড়ল। যদি কটে ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করে সে গুনাহ থেকে রহেই পলেও তার জন্য সওয়াব লখে হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।